আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1991 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ
গাড়ি ভাঙচুর, গুলি হয়েছে

৩

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদকঃ পুলিশ কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে ছাত্রলীগের (আ-অ) মিছিলের গতিরোধ ও লাঠিচার্জের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্রলীগ (আ-অ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে ছাত্রলীগের (আ-অ) একদল বিক্ষুব্ধকর্মী একটি মাইক্রোবাস ও একটি মিনিবাস পুড়িয়ে দেয় এবং ডজনখানেক গাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়া টিএসসি এলাকায় গতকাল দুপুরে ১০/১২ রাউন্ড ও বিকেলে ছাত্রলীগের সমাবেশ শেষে ১০/১২ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ (আ-আ) শেখ হাসিনার প্রাণনাশের দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল, আহমদ হোসেন, এস.এম কামাল হোসেন, গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী। সমাবেশে নেতারা শেখ হাসিনার প্রাণনাশের যেকোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগের (আ-অ) একটি বিশাল মিছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করার জন্যে হাইকোর্টের মোড়ে পৌছলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। কিছু বিক্ষুব্ধকর্মী এতে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে এবং ছয়টি টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্রলীগ (আ-অ) নেতা কামরুজ্জামান আনসারী আহত হন। তিনি উরু ও কিডনীতে আঘাত পান। তার কিডনীর আঘাত মারাত্মক বলে জানা গেছে। তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩১ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছেন।

এর পর ছাত্রলীগের (আ-অ) বিক্ষুব্ধকর্মীরা প্রেসক্লাবের সামনে একটি মাইক্রোবাস (জাস-৬৩-২৪৩৯) ও পরে টিএসসি এলাকায় একটি মিনিবাস (ঢাকা-চ-৩০৩২) পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া কার্জন হল এলাকায় ৪/৫ টি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় টিএসসিতে উপস্থিত পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ঢিল ছোঁড়াছুড়ি হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের দিকে ৫/৬টি টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এ সময় টিএসসি এলাকায় ১৫/১৬ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পলাশীতে ৫/৬টি গাড়ি ভাঙচুর করে।

দুপুরের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে ছাত্রলীগ (আ-অ) টিএসসিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কে.এইচ.এম লিজু। নেতারা ছাত্রলীগের মিছিলে বর্বর পুলিশী হামলাকে খালেদা জিয়ার সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমাবেশ শেষে টিএসটি এলাকায় ১০/১২ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। এ সময়ে টিএসসিতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রাণ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটাছুটি করতে থাকে। ঘটনার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তায় রিকশা ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার জের ধরে গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মী মিজানুর রহমান (২৩) মুজিব হলে একদল যুবকের হাতে প্রহৃত হন। জানা গেছে, মিজানুর রহমান তার বন্ধু জাহেদ হোসেন জিলুর কাছে বেড়াতে এলে তাকে হকিস্টিক দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়। জাহেদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হলের ৩০০ নং রুমের আবাসিক ছাত্র। সে এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতারা গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ি ভাঙচুর, গাড়ি পোড়ানো ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।